**প্রশ্ন-২৭ ঃ** ইবনে সামছ ২৭ নম্বরে সর্বশেষ দাবী করেছে- *"জন্ম দিবস পালন করা ইসলামী শরিয়ত সম্মত নয়- বরং তা ইহুদী নাসারাদেরই একটি প্রথা বিশেষ। কারণ, জন্মদিন প্রথমে চালু করে নাসারারা, ইসা (আঃ)-এর আকাশে উঠার প্রায় তিনশ বছর পরে। এটা যদি ইসলাম সম্মত হতো বা এতে কল্যাণ থাকতো, তবে নবী করিম (দঃ) তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তি থেকে শুরু করে ওফাত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরের জীবনে নিজে তা পালন করতেন, অন্যকে করতে উৎসাহিত করতেন। কারও জন্ম দিন পালন করেছেন বলে ইসলামী ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই"।*

এখন প্রশ্ন হলো- আমরা তো শুনেছি জন্ম দিবস পালন করা উত্তম। এতে



www.sunnibarta.com

আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। অথচ ইবনে সামছের কথা শুনে মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হলো। আসলে ব্যাপারটা কি? বুঝিয়ে বলুন!

**ফতোয়া ঃ** ইবনে সামছ একটি তোতাপাখীর ন্যায়। মনিবের শিখানো বুলি আওড়ানো তার একমাত্র কাজ। সে নিজেও বুঝেনা- কি আওড়াচ্ছে। ইবনে সামছ মুরুব্বীদের শিখানো বুলি আওড়াচ্ছে। আমরা বারবার প্রমাণ করেছি- জন্ম দিবস পালন করা নবীজীর সুন্নাত। নাসারা ইসায়ীদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাদের জন্ম দিবস এক রকম এবং মুসলমানদের জন্মদিবস আরেক রকম। ইবনে সামছ গৌরীপুরে আগুন নিবানোর জন্য চিনামুড়ায় পানি ঢালছে। গৌরীপুরা আর চিনামুড়ার মধ্যে যেমন কোন সম্পর্ক নেই, তেমনিভাবে ইবনে সামছের দাবী ও উদাহরনের মধ্যে কোন মিল নেই। এখন শুনুন- জন্ম দিবস পালন করার প্রমাণ আছে কিনা?

(১) মুসলিম শরীফে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম দিবস পালনের প্রমাণ-

عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُ لِدْتُّ وَ فِيْهِ اُنْزِلَ عَلَيَّ- رَوَاهُ مُسْلِمُ -

**অর্থঃ- হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সোমবারে কেন নফল রোযা রাখেন- সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- "যেহেতু আমি সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেছি এবং সোমবারেই আমার উপর কোরআনের প্রথম ৫ আয়াত নাযিল হয়েছে"** (মুসলিম শরীফ)।

উক্ত হাদীসে প্রমাণিত হলো- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সোমবারে নফল রোযার মাধ্যমে জন্মদিবস পালন করতেন এবং নুযুলে কোরআন উপলক্ষ্যেও ঐ রোযা রাখতেন। এভাবে বৎসরে ৫২ দিন মিলাদুন্নবী দিবস- তথা জন্ম দিবস পালন করতেন।

ইবনে সামছ মিথ্যাচার করে বলেছে- ইসলামের ইতিহাসে নাকি এর কোন প্রমাণ নেই। আমরা বলবো- ইতিহাসে নয়- খোদ হাদীস শরীফেই প্রমাণ আছে। একটু



www.sunnibarta.com

চোখ খুলে দেখুন। দেওবন্দীদের মত অন্ধ হবেন না। দেওবন্দের সিলেবাসে ইসলামের ইতিহাসই নেই- জান্‌বে কোত্থেকে?

(২) আল্লাহ্ পাক নেয়ামতের শুক্‌রিয়া এভাবে আদায়ের হুকুম করেছেন-

وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ – (سُوْرَةُ وَالضُّحٰى)

**অর্থঃ "হে প্রিয় হাবীব! আপনার প্রভূর নেয়ামতের আলোচনা করুন ও শুকরিয়া আদায় করুন"।** সূরা দোহা)।

তাফসীরে সাভীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

وَ التَّحَدُّثُ بِالنِّعْمَةِ جَائِزٌ لِّغَيْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَاقُصِدَ بِهِ الشُّكْرُ وَاَنْ يَّقْتَدِيَ بِهٖ غَيْرُهٗ – قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : اِذَا عَمِلْتَ خَيْرًا فَحَدِّثْ بِهٖ اِخْوَانَكَ لِيَقْتَدُوْا بِكَ–

**অর্থাৎ ঃ আয়াতখানার শানে নুযুল খাস হলেও হুকুম বা বিধান সকলের জন্য আম। তাই আল্লাহ্‌র নেয়ামত প্রাপ্তি স্বীকার করে তার চর্চা করা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যদের বেলায়ও জায়েয- যদি উদ্দেশ্য হয় শুকরিয়া আদায় করা এবং অন্যরাও যাতে তাকে অনুসরন করতে পারে। হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন "তুমি যদি কোন ভালকাজ করো, তা অন্যকেও জানাও- যাতে তারাও তোমার অনুসরণ করতে পারে এবং উক্ত ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারে"।** (তাফসীর সাভী চতুর্থ খন্ড ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

মানব সন্তানের জন্ম হচ্ছে খোদায়ী নেয়ামত। সুতরাং, তার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে তা পালন করা কোরআনের দ্বারাই প্রমাণিত।